بسم الله الرحمن الرحيم

# المنصورة

## সমসাময়িক বার্তা, ইস্যু-১

## জুমআ'র খুতবাহ এবং সম্মানিত ইমামদের দায়িত্ব



শায়খুল হাদিস মুফতি আবু ইমরান (দাঃবাঃ)

২৬ - শাওয়াল - ১৪৩৭ হিঃ

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ**

**যারা ঈমানদার তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। (নিসা - ৭৬)**

আমেরিকা কি? কাফের অবশ্যই;

তাদের যুদ্ধ কার পক্ষে? তাগুতের পক্ষে;

এই শয়তানদের বিরুদ্ধে জংগ তথা যুদ্ধ করতে আল্লাহতায়ালা নিজেই নির্দেশ দিয়েছেন, যারা এই নির্দেশ তামিলে আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়ছে **তারা আল্লাহর পথের মুকাতিল মুজাহিদ।**

**عَنْ** جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : **لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة** **رواه مسلم في الصحيح ( السنن الكبرى ت :محمد عبد القادر عطا (৯/৩৯)**

**আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত অবধি হক্কের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সর্বদা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।** (মুসলিম)

এই জামাতটি বর্তমানে মুজাহিদগণ (যাদেরকে আমরা আল-কায়েদা তালেবান হিসাবে জানি), বিশ্বের কুফরি শক্তি এদেরকে "**জঙ্গিবাদী**" আখ্যা দিয়ে এদের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে। বৈশ্বিক এই যুদ্ধে উম্মতের কিছু ব্যক্তি তাদের সাথে মিলিত হয়েছে। যারা মুসলিম বনাম কাফেরের যুদ্ধে কাফেরের পক্ষালম্বনকারী কাফেরদের মধ্যেই গণ্য।

ইমাম বুখারি (রহঃ) বলেন, মক্কা থেকে (দেশের দোহাই দিয়ে) যেসব মুসলিমকে বদরের যুদ্ধে কাফেররা নিজেদের দল ভারি করার জন্য নিয়ে এসেছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

**عن ابن عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم ، يأتي السهم فيُرْمَى به فيصيب أحدهم فيقتله ، أو يُضرب فيُقتل فأنزل الله :إِنّ الّذِينَ تَوَفّاهُمُ الملآئِكَةُ ظَالمي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنّا متَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلم تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ**

**جَهَنّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً**( روى البخاريّ)

**যে তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম এবং নিকৃষ্ট পরিণতি।** (বুখারি)

আল্লাহতায়ালা অন্যত্র আরো বলেনঃ

ইহুদি নাসারাদের বন্ধু বানিয়ো না,

**(ومن يتولهم منكم) أي يعضدهم على المسلمين (فإنه منهم) بين تعالى أن حكمه كحكمهم، ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم، ووجبت له النار كما وجبت لهم،**( تفسير القرطبي (٦/٢١٧)

তোমাদের থেকে যারা তাদের বন্ধু বানাবে (মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সহায়তা দিবে) সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে, (আল্লাহ তায়ালা এদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন যে তারা একই বিধানের আওতাভুক্ত...)। অতপর কুরতুবি আরো উল্ল্যেখ করেন যে, (বিধান হলো) তাদের সাথে যেমন শত্রুতা রাখা ওয়াজিব এদের সাথেও শত্রুতা রাখা ওয়াজিব তাদের জন্য যেমন জাহান্নাম অবধারিত এদের জন্যও জাহান্নাম অবধারিত। (কুরতুবি)

রাসুল ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন যে,

**وأنه سيرجع قبائل من أمتي إلى الشرك وعبادة الأوثان وإن من أخوف ما أخاف الآئمة المضلين (مسلم في الصحيح)**

নিশ্চিত আমার উম্মতের বিভিন্ন গোষ্ঠী শিরক এবং মুর্তি পুজার দিকে ফিরে যাবে। এবং **আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে বেশি ভয়ের আশংকা করছি বিভ্রান্তকারী ইমামদের ব্যাপারে।** (মুসলিম)

**হক্বপন্থি জামাতের বাহ্যিক নিদর্শনঃ**

ইমাম বুখারির বক্তব্যেঃ

**بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ يُقَاتِلُونَ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ**

রাসুল ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, ***আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যুদ্ধ করে যাবে।*** ইমাম বুখারি বলেন **এই যোদ্ধারা হলো আহলে ইলম তথা উলামাগণ।**

**حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ البخاري (١٨/٢٩٥)**

আর সর্বদা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি জামাত যেটি কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে ইমাম বুখারির বর্ণনা ও ব্যাখ্যানুযায়ী তারা হবে যুদ্ধরত আহলে ইলমের জামাত।

রাসুল ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন,

**مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ وَلاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ**

***আল্লাহ তায়ালা যার কল্যান চান তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন আর (এই বুঝ দানের প্রভাব এটা যে) কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের একটি দৃঢ় জামাত থাকবে যারা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে এবং বিরোধিতাকারীদের উপর সর্বদা জয়ী থাকবে*** (মাথা নোয়াবে না - শির দেগা নেহি দেগা আমামা)। (মুসলিম হাদীস নং–৩৫৪৯, শামেলা-১৯২৩ - **(صحيح مسلم (৬/৫৩)**)

মনে রাখবেন ক্যাপিটালিজম (পুঁজিবাদ) এর মতো 'গ্লোবাল জেহাদ'ও এখন বিশ্বময় বিস্তৃত। সুতরাং আমরা দেখেছি শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম থেকে নিয়ে পৃথিবীর তাবৎ হক্ক উলামায়ে কিরাম তালেবান আল-কায়েদাকে সেই হক্ক জামাত বলে তাদের সাথে নিজেদের ঐক্য ঘোষনা করেছেন।

এখন এসে আমাদের উপর *'না জানি কোন বিপদ আসে'* এই আশংকায় কাফেরদের সাপোর্ট দিলে আল্লাহ তায়ালার উপর আর বিশ্বাস ভরসা বাকি থাকলো কই? এইজন্য ওয়ারাসাতুল আম্বিয়াদের দ্বারা আল্লাহতায়ালার ঘরে বসে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াছাল্লামের মিম্বারে দাঁড়িয়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো ভয়ে হক্কের পক্ষে দাড়াতে না পারলেও আল্লাহর শত্রুদের পক্ষ গ্রহন করে আল্লাহর বান্দাগনকে বিভ্রান্তিতে ফেলার অপরাধ যেন না হয়। হিফাযতের যিম্মাদার আল্লাহ তায়ালা।

কমপক্ষে মুসল্লিদেরকে বলে দিতে পারি যে আপনারা জিহাদের ও জঙ্গিবাদের ব্যাপারে যে আয়াতগুলো সুরায়ে তাওবা, সুরায়ে নিসা, সুরায়ে মুহাম্মাদ...এ রয়েছে এগুলো ধীরস্থীরভাবে হক্ক উলামায়ে কিরামের প্রণীত অনুবাদ ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে অধ্যায়ন করুন, যেমনঃ

তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে কুরতুবি, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে মারেফুল কুরাআন, বয়ানুল কুরাআন, তরজমায়ে শায়খুল-হিন্দ। সীরাতগ্রন্থের মধ্যে প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ গ্রন্থ বিদায়া নিহায়া, আর-রাহীকুল মাখতুম, হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রন্থের মধ্যে ফাতহুল বারি, আঈনি, ফায়জুল বারি দেখতে পারেন।

বাতিল পন্থিদের তাফসীর পড়বেন না।

আর জীবিত কারো কাছে জিজ্ঞেস করলেও ভয়ের কারনে সাহস করে সত্য কথাটি উচ্চারণকারীদের সংখ্যা খুবই নগন্য হবে। এইজন্য ইবনে মাসুদ রাজিঃ বলেছেন,

**أَلاَ لاَ يُقَلِّدَنَّ رَجُلٌ رَجُلاً دِينَهُ فَإِنْ آمَنَ آمَنَ وَإِنْ كَفَرَ كَفَرَ فَإِنْ كَانَ مُقَلِّدًا لاَ مَحَالَةَ فَلْيُقَلِّدِ الْمَيِّتَ وَيَتْرُكِ الْحَىَّ فَإِنَّ الْحَىَّ لاَ تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. (السنن الكبرى للبيهقي. ط المعارف بالهند (১০/১১৬)**

কেহ যেন কোন ব্যাক্তির অন্ধ অনুসারী না হয় যে সে ঈমানের উপর থাকলে ঈমানের উপর থাকবে আর সে কুফরি করলে কুফরি করবে, যদি অন্ধ অনুসরণ করতে হয় তাহলে মৃতদের যেন অন্ধ অনুসরণ করে, কারণ জীবিতরা ফেতনা থেকে নিরাপদ নহে, (মৃত ছাবায়ে কিরামের অনুসরণ কর।)

**قال لي عمر بن الخطاب؛ هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين . (روى الدارمي عن زياد بن جرير)**

**وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: واحذروا زيغة الحكيم،فإن الشيطان قد يقول بالضلالة على لسان الحكيم) [رواه أبو داود]**

উমর (রাঃ) বলেনঃ **তুমি জান ইসলামকে ধ্বংশ করে কিসে? বললামঃ না, তিনি বললেনঃ আলেমের পদস্খলন আল্লাহর কিতাব(এর বিধান...) নিয়ে মুনাফিকের বিতর্ক এবং গুমরাহকারী নেতৃত্বের শাসন।** (দারেমি)

মুয়ায রাঃ বলেনঃ **পন্ডিত ব্যক্তির বিচ্যুতির ব্যপারে সতর্ক থাক, কেননা কখনো শয়তান (আমেরিকা) বিজ্ঞ (ইসলামি) পন্ডিতের মুখে নিজের বিভ্রান্তিগুলো প্রকাশ করে।**

**وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ . وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ**

**আর কাফেরদল তাদের রসূলগণকে বলে আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে ছাড়ব কিংবা তোমরা আমাদের আদর্শে ফিরে আসবে, অতপর আল্লাহতায়ালা তাদের নিকট ওহী করলেন যে আমি জালেমদের ধ্বংশ করে ছাড়ব আর তাদের পর তোমাদেরকেই আমি দেশে স্থীর করব, এটা তাদের জন্য যারা আমার সামনে মুখোমুখি হওয়ার ভয় পোষন করে এবং আমার ধমকে ভয় পায়। (ইবরাহীম – ১৩,১৪)**

**المجاهد في سبيل الله له ثلاث حالات:**

**المسلم القادر مالياً وبدنياً، فهذا يجب عليه الجهاد بنفسه وماله.**
**القادر بدنياً، العاجز مالياً، فهذا يجب عليه الجهاد بنفسه فقط.**
**القادر مالياً، العاجز بدنياً، فهذا يجب عليه الجهاد بماله دون نفسه.**
**العاجز بدنياً ومالياً، فهذا لا يجب عليه الجهاد، فعليه بالدعوة و الدعاء للمسلمين المجاهدين.**
**قال الله تعالى} :وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ {১৯৩** )البقرة:

**وقال الله تعالى} :لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91] التوبة.**

**وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ» :جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ .«أخرجه أبو داود والنسائي.**

**মুজাহিদের তিন অবস্থাঃ**

জান মাল নিয়ে জিহাদে সক্ষমঃ তার জন্য জান মাল নিয়ে জিহাদ ফরজ।

জানে সক্ষম মাল নেইঃ জান নিয়ে জিহাদ ওয়াজিব

মালে সক্ষম জানে অক্ষমঃ মাল দিয়ে জিহাদ ওয়াজিব

জান মাল উভয়ে অক্ষমঃ তার জন্য মুজাহিদদের পক্ষে দাওয়াত দেয়া, দুয়া করা কর্তব্য। বিরোধিতা করা কুফরি একটি বাক্য দিয়েও যদি মুজাহিদের বিরোধিতা করা হয়।

**إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.**

যারা আমার নাযিল করা দলিলাদি ও হিদায়াতের বাণী গোপন রাখে, আমি লোকদের জন্য কিতাবে স্পষ্ট উল্ল্যেখ করার সত্বেও, তাদের উপর আল্লাহর লা'নত সব লা'নতকারীদের লান'ত, হ্যাঁ তবে যারা তওবা করে এবং সংশোধন করে নেয় এবং স্পষ্ট বয়ান দিয়ে দেয় এসব লোকদের তাওবা আমি কবুল করবো। (১৯৩)

**لا شيء أخسر صفقة من عالم ***

**لعبت به الدُنيا مع الجُهال***

**فغدا يُفرّق دينه أيدي سبــا ***

**ويزيله حرصاً لجمع المالِ من لا يراقب ربه ويخافــه ***

**تبت يداه وما لــه من والِ**

**قال بعض العلماء المجاهدين: ومن الجهاد باللسان في وجوب الجهاد خاصة عندما تخالف هدي السلطان فهنا تكون الفتيا شديدة على النفس لأنها قد تكلف العالم وظيفته، أو سجنه، أوعنقه، ولذا لا يستفتى في أمور الجهاد إلا الصادقون العالمون العاملون "**

**কোন কোন মুজাহিদ আলেম বলেন যেঃ ওয়াজিব জিহাদের মধ্যে একটি হলো জবানের জিহাদ, বিশেষত যখন এটা সরকারের নির্দেশনার পরিপন্থি হয়, তখন ফতোয়া দেয়া নফছের জন্য বড় কষ্টদায়ক হয়, কারণ এটা কখনো আলেমের চাকরি নিয়ে টান দেয়, অথবা জেলে যেতে হয় বা গর্দান যায়। এইজন্য জিহাদের ব্যাপারে সত্যিকার আলেম বা আমলে (জিহাদের ফরজ পালনে) জড়িত ছাড়া কারো থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করবে না।**

**وليتك ترضى والأنام غضابُ *   فليتك تحلو والحياة مريرةٌ**

**وبيني وبين العالمين خرابُ  وليت الذي بيني وبينك عامرٌ ***

**وكل الذي فوق الترابِ ترابُ *  إذا صحَّ منك الوصل فالكل هيّنٌ**

**وقال تعالى :  ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة  (البقرة : ১৯৫)**

**وفسر أبو أيوب الأنصاري الالقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد جامع لطائف التفسير (8)**

আবু আইয়্যুব (রাঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ জিহাদ ছেড়ে দেয়া হলো ধ্বংশ।

একটা পানিভর্তি পাত্রে জীবন্ত এক ব্যাঙ খেলা করছে। পাত্রটা চুলায় তুলে দিন, চুলাটাতে আগুন ধরান। কী ঘটবে? ব্যাঙটা লাফ দিয়ে পাত্র থেকে নেমে যাবে? না। পানির তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙটাও নিজের দেহের তাপমাত্রা বাড়াতে থাকবে। এভাবে সে ক্রমে গরম হতে থাকা পানির সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করবে, তাপ সহ্য করে চলবে। ফলে ওই পাত্র থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন বা ইচ্ছা সে বোধ করবে না।

কিন্তু পানির তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে এমন মাত্রায় উঠতে থাকবে যে একটা সময় আসবে, যখন ব্যাঙটার নিজের দেহের তাপমাত্রা ওই উত্তপ্ত পানির সঙ্গে আর ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবে না। তার তাপ সহ্য করার ক্ষমতা শেষ সীমায় পৌঁছে যাবে। তখন তার ইচ্ছা করবে লাফ দিয়ে পাত্রটা থেকে বেরিয়ে আসার। কিন্তু হায়, তখন আর তার শরীরে লাফ দেওয়ার মতো শক্তি অবশিষ্ট থাকবে না।  কারণ, পানির তাপমাত্রার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজের দেহের তাপমাত্রা বাড়াতে গিয়ে তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়েছে। ফলে, সে ওই ফুটন্ত পানিতে সেদ্ধ হতে থাকবে।

খুব সম্ভবত আমরাও ওই ব্যাঙের মতো মানিয়ে নিচ্ছি আমাদের চারপাশের সঙ্গে। সহ্য করছি সব, আর ভাবছি টিকে আছি, টিকে থাকব। আসলে আমরা সেই “বয়লিং ফ্রগ সিনড্রোমে” আক্রান্ত। যখন বুঝব, তখন সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো শক্তিই আর শরীরে অবশিষ্ট থাকবে না।’

হাদিছে বর্নিত তলদেশে জাহাজ ছিদ্রকারীদের কাজে বাধা না দিয়ে, ছিদ্র বন্ধ করার চিন্তা বাদ দিয়ে খাবার পাকানো আর আরামের বিছানা পাতার কাজে নিয়োজিত থাকলে কি সলিল সমাধি থেকে বাঁচা যাবে? উল্টো ছিদ্রকারীদের সহায়তা করা কেমন আহম্মকি!

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হিফাযত করুন।

আমীন

-----------------

২৬-শাওয়াল-১৪৩৭ হিজরী